পুণর্ভবা

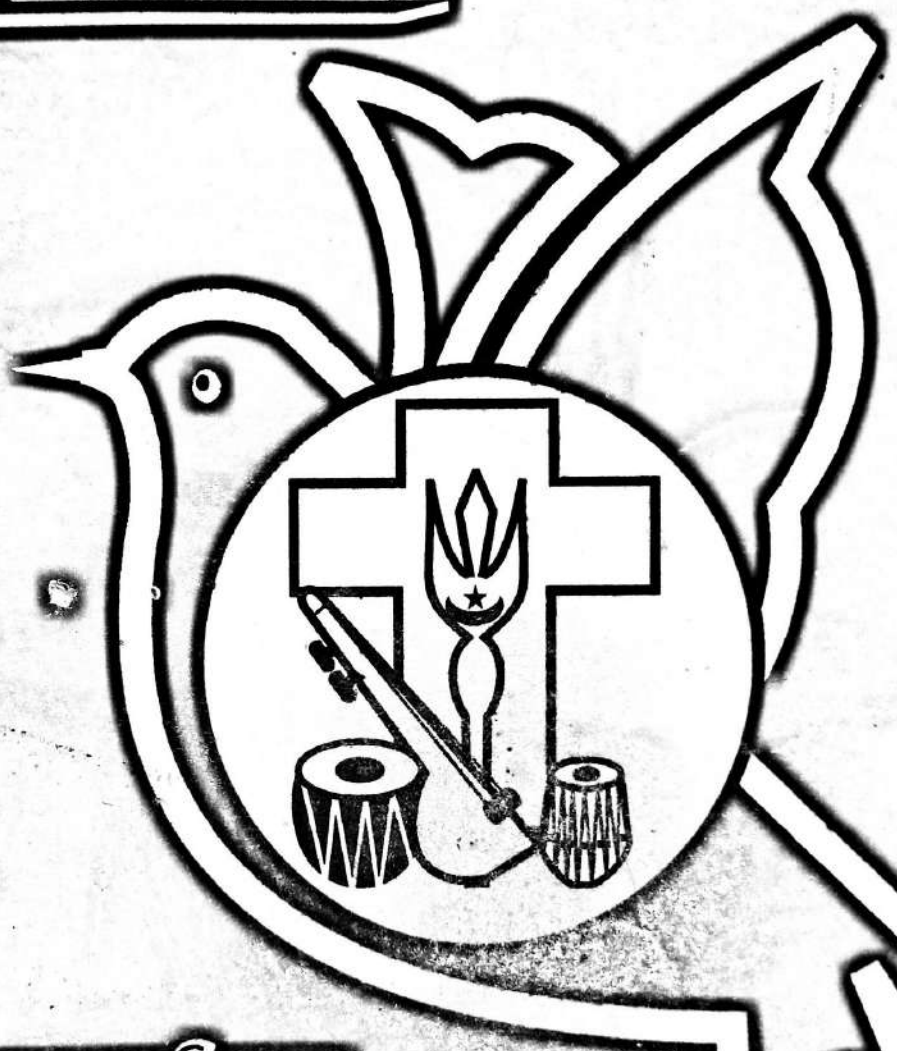

বীরপাড়া মহাবিদ্যালয়

২০০৫-০৬

পূর্বভেরী

মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

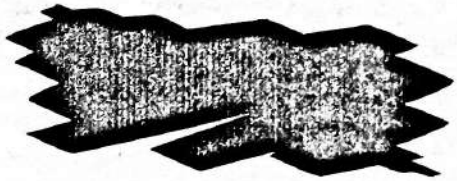

বীরপাড়া মহাবিদ্যালয়

বীরপাড়া জলপাইগুড়ি

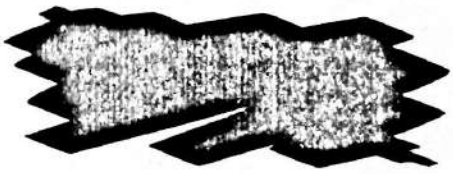

২০০৫-২০০৬

PUNARBHABA

Annual Magazine
BIRPARA COLLEGE
2005-2006

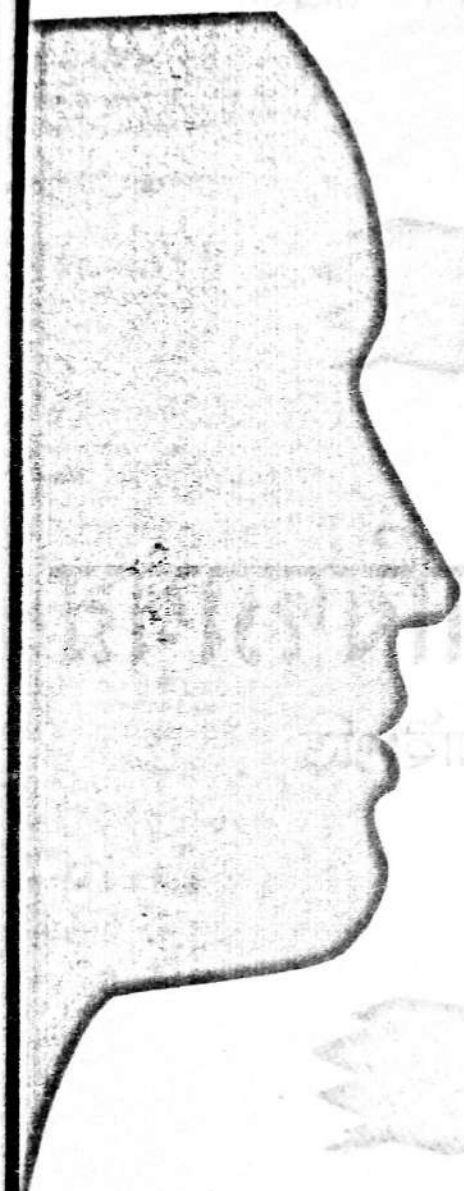

প্রকাশক ঃ
স্টুডেন্ট ইউনিয়ণ

লেজার টাইপ সেটিং
প্রিণ্টেক অফসেট
বীরপাড়া, জলপাই গুড়ি

মূদ্রক ঃ
প্রিণ্টেক অফসেট
বীরপাড়া, জলপাই গুড়ি
ফোন ঃ ০৩৫৬৩-২৬৬৩২২

পত্রিকা সম্পাদক ঃ
মাণ্টি দে সরকার

শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ

বীরপাড়া মহাবিদ্যালয়

ছাত্র সংসদ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্নে যাঁরা মহাবিদ্যালয়কে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন সেই সব প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, অগণিত দাতা এবং শুভানুধ্যায়ী যাঁরা আজ ইহলোকে নেই তাঁদের পূণ্য আত্মা চিরশান্তি কামনা করি এবং এই আনন্দঘন মুহূর্তে তাঁদের জানাই আনন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি ।

জীবনের উষালগ্নে যারা এই মহাবিদ্যালয়ের প্রতি দেখিয়েছিলেন তাদের আন্তরিকতা সেই সকল নিরলস মহান কর্মকর্তাদের প্রতি রইল আমাদের সশ্রদ্ধ প্রনাম ।

সুনামীতে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন সেই সকল মানুষদের আত্মার উদ্দেশে রইল আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য । এবং সেই সব শিশু, নর নারীদের প্রতি রইল আমাদের সহমর্মিতা যারা এই বিদ্যাংসী কর্মকাণ্ডে হারিয়েছে তাদের প্রিয়জন, পরিবার বর্গকে ।

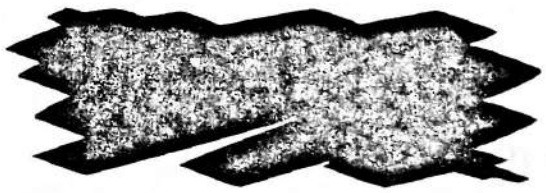

ছাত্র সংসদ
বীরপাড়া মহাবিদ্যালয়

সূচীপত্র

অধ্যক্ষের কলমে	অধ্যক্ষের কলমে	সনাতন সরকার
সাধারণ সম্পাদকের কলমে	সাধারণ সম্পাদকের কলমে	বিশ্বজিৎ সরকার
পত্রিকা সম্পাদকের কলমে	পত্রিকা সম্পাদকের কলমে	রূপা বিশ্বাস
সংস্কৃতিক সম্পাদকের কলমে	সংস্কৃতিক সম্পাদকের কলমে	রূপক দে সরকার
ক্রিড়া সম্পাদকের কলমে	ক্রিড়া সম্পাদকের কলমে	শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী
সময়ের অপেক্ষায়	কবিতা	সুমন দাস
বীরপাড়া কলেজ আমার স্বপ্ন	কবিতা	নান্টু সরকার
জীবনে চলার পথে	কবিতা	পিয়ালী শিকদার
টাইমপাস	কবিতা	মানিক রায়
ডুয়ার্স অবহেলিত কেন ?	গল্প	মোঃ জাকির হোসেন
বৃষ্টি, এক বিবর্ণ প্রান্তরে	কবিতা	টুবাই সান্যাল
আগমনী	কবিতা	বিতালী সরকার
ইচ্ছে	কবিতা	অরুন পণ্ডিত
চোর মারবে ? .... সাবধান	কবিতা	শুভাশীষ মজুমদার
লক্ষ্য	কবিতা	কিরণ প্রধান
কবির কবিতা	কবিতা	সুপর্ণা রায়
একজন ছাত্র	কবিতা	জয়া পাল
ইচ্ছে পাখি	কবিতা	টুম্পা দত্ত
একাই এসেছি	কবিতা	প্রসেনজিৎ দেবনাথ
স্বল্প সৌধ	কবিতা	সায়ন্তিনী সরকার
চরম সত্য	কবিতা	উত্তম রায়
বিদ্যাসগরের প্রতি	কবিতা	সৌরভী দে
অক্ষুন্ন	কবিতা	প্রকাশ সরকার
চলে গলে	কবিতা	সুদর্শ রাহা
রথের মেলায়	কবিতা	ছবি কার্জী
চরিত্র	কবিতা	দুলাল সরকার
ধাঁধাঁ	ধাঁধাঁ	দুলাল সরকার
জীবনের প্রান্তর	গল্প	অনিন্দিতা পাল
বন্ধুত্ব	কবিতা	নন্দদুলাল ব্যানার্জী
বর্তমান আমরা	কবিতা	শিবানী দেব অধিকারী
জীবন জয়ী	কবিতা	রীতা বনিক
মন	কবিতা	রুবি গুরুং
मारी शिक्ष	प्रबन्ध	प्रनिता लामा
असफलता	सायरी	केशर शर्मा
मानव तिमी मानव बन	सायरी	सरोज उपाध्याय
देखी भाई अब नया जमाना आएगा	सायरी	कृष्णा शर्मा
ভাবনা	কবিতা	কুনাল চক্রবর্ত্তী
साथी	सायरी	सिद्धार्थ शर्मा
বর্তমান সেরপরিবার ও প্লুটো	গল্প	বাপি প্রামানিক
शहीद दुर्गा मल्ल	प्रबन्ध	शहीद दुर्गा मल्ल
कमरेड 'च'	सायरी	कमरेड 'चे'

List of Officials Year (BCSU)
Principal
Teaching Staff (Full Time)
Teaching staff (Part Time)
Non Teaching Staff
Governing Body
Birpara College Student's Union 2005-2006

সাধারণ সম্পাদকের কলমে

পূণর্ভবা' - পূনরায় যে আবির্ভূত হয়, নামের মাধ্যমেই নিজের চরিত্রের স্বমহিমায় প্রকাশিত হতে চলে বীরপাড়া মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক পত্রিকা 'পূণর্ভবা'।

বর্তমান আর্থসামাজিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন পৃথিবীর উন্নয়ণশীল দেশগুলি চিন্তা ও মননে থাবা বসাতে চাইছে তার বিরুদ্ধেই হিমালয়ের বিশালাকায় দেহের ন্যায় বিদ্যমান প্রগতিশীল ছাত্র সমা । যার ক্ষুদ্র প্রয়াস 'পূণর্ভবা'র পূনঃপ্রকাশ । সমসাময়িক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাববাদী দর্শন ছাত্র ও যুব সমাজে মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে চুরমার করা জন্য উদ্যত । লড়াই কঠিন । তবুও লড়ে যেতে হবে । নজরুলের ভাষায় তাই –

"কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার
পাষাণ বেদী ।।"

লড়াই চারিদিকে, শত্রু ইলেকট্রিক মিডিয়া, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, জাতীয়তাবাদী শক্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি শত্রু ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি আজ ছাত্র সমাজের শপথ গ্রহন করতে হবে, আমরা বীরপাড়া মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণকে ঐ অশুভ শক্তির কালিমা থেকে মুক্ত করবই । যার একটি অন্যতম অস্ত্র সংস্কৃতির বিকাশ-পূণর্ভবার প্রকাশ ।

'শিক্ষাই আনে চেতনা' – উক্তিটির যথাযথই প্রকাশ করে শিক্ষা ও সুসংস্কৃতির মাধ্যমেই সমাজের প্রতি মানুষের মননকে পরিবর্তন করা সম্ভব । আমাদের লেখনীর সাহায্যেই সমাজ পরিবর্তনের সকল চেষ্টা করে যেতে পা আমাদের সমাজ বোধই আমাদের লক্ষ্য পূরনের সমস্ত হাতিয়ার । সুতরাং লেখনীতে অযথা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এনে আমাদের গেয়ে যেতে হবে জীবনানন্দের সেই 'জীবনের গান' ।

আমরাই সমাজের ভবিষ্যত সমাজের মেরুদণ্ড, উন্নতির পথ প্রদর্শক । আমাদের চিন্তা ও মননকে সে জায়গাতেই পৌঁছে নিয়ে যেতে হবে, যাতে এই বিশাল গুরু দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি অনুভূত না হয় । লক্ষ্য একটা এগিয়ে যেতে হবে, - সামনেই ভোরের ঐ রক্তিম সূর্য রশ্মি হাতছানি দিয়ে ডাকছে । সেই স্বপ্নের সূর্যটাকে ধরতেই হবে ।

"হে মোর চিত্ত পুন্য তীর্থে জাগবে ধীরে / এই ভারতের মহা মানবের সাগর তীরে" ।

বিখ্যাত এই শ্লোকটিই আমাদের মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অধ্যাপক ছাত্র-ধর্ম বর্ণের এক পূর্ণ মিলনের জ্ব রূপরেখা । শিক্ষার প্রাঙ্গণে শিক্ষক ছাত্র বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে হবে । কারণ শিক্ষকরাই সমা তৈরীর কারিগর, তাদের পরামর্শই ভবিষ্যত চলার পাথেয় ।

এছাড়াও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে, স্বামিজীর কথায় বলতে চাই, "যদি জন্মেছ তো জীবনে দাগ রেখে যা

নিজেকে এই গুরু দায়িত্বে সর্বোচ্চ ভাবে উদার করে দেবার চেষ্টা করেছি । কতটুকু সফল হয়েছি তা পরিমাপক আপনারাই ।

আমাদের দাবী সমূহঃ

১) ইংরাজী (অনার্স) চালু করতে হবে, ২) পলেটিক্যাল সাইন্স (পাশ) চালু করতে হবে, ৩)পলেটিক্যাল সাইন্স (অনার্স) চালু করতে হবে, ৪) এডুকেশন (পাশ) চালু করতে হবে, ৫) এডুকেশন (অনার্স) চালু করতে হবে, ৬) এম.সি.সি চালু করতে হবে, ৭) বি.সি.এ এবং বি.বি.সি. কোর্স চালু করতে হবে, ৮) স্থায়ী শিক্ষক নিয়গ করতে হবে, ৯) কলেজ রোডের সংস্কার করতে হবে, ১০) বহীরাগত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অবিলম্বে হোস্টেল চালু করতে হবে, ১১) লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, ১২) ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধার্থে ৫০ পয়সায় জেরক্স চালু করতে হবে, ১৩) কলেজ ক্যান্টিনকে পূর্ণ। রুপে চালু করতে হবেঙ্গ ১৪) কলেজ ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতির (এটেন্সে) হার ৭৫ শতাংশ অবশ্যই কাম্য, ১৫) শিক্ষার সুষ্ট পরিবেশ রক্ষাকে অগ্রগন্যতা দিতেহবে, ১৬) বীরপাড়া কলেজের খেলার মাঠকে পূর্ণ। রুপ দি হবে, ১৭) প্রেণী কক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, ১৮) ইতিহাস অনার্স চালু করতে হবে, ১৯) টি ম্যাবেজমেন্ট কোর্স চালু করতে হবে, ২০) এম.এ কোর্স চালু করতে হবে।

দীর্ঘদিন আন্দোলনে পেয়েছিঃ

১) ভূগোল বিষয়ে সাম্মানিক চালু করতে পেয়েছি। ২) বৃদ্ধি করতে পেরেছি প্রেণী কক্ষের সংখ্যা। ৩) বৃদ্ধি করতে পেরেছি অস্থায়ী শিক্ষক সংখ্যা। ৪) বৃদ্ধি করতে পেরেছি লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা। ৫) বৃদ্ধি করতে পেরেছি ক্রীড়া সরঞ্জাম। ৬) বৃদ্ধি করতে পেরেছি বাংলা এবং ইকনমিক্সে অস্থায়ী শিক্ষক। ৭) ভূগোল বিষয়ে আসনে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পেরেছি। ৮) বাংলা সাম্মানিক বিষয় আনতে পেরেছি। ৯) বড় আকারে লাইব্রেরী রিডিং রুম - এর ব্যবস্থা করতে পেরেছি। ১০) পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। ১১) সঠিক সময়ে সুষ্ঠভাবে সরস্বতী পূজা করতে পেরেছি। ১২) সঠিক সময়ে সুষ্ঠভাবে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করতে পেরেছি। ১৩) সঠিক সময়ে সুষ্ঠভাবে নবীন বরণ করতে পেরেছি। ১৪) রাস্তা তৈরী করতে পেরেছি। ১৫) মেয়েদের বসার ঘর তৈরী করতে পেরেছি। ১৬) শিক্ষার স্বার্থে ছেলেদের বসার ঘর ছেড়ে দিয়েছি। ১৭) যে সমস্ত ঘরে পাখা ছিলো না, পাখা দিতে পেরেছি। ১৮) ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে ছাপা পপ্রশপ্ন প্রত্র তৈরী করতে পেরেছি। ১৯) সাম্মানিক ছাত্র ছাত্রীদের মাথাপিছু ৫০০ টাকা কমাতে পেরেছি। ২০) পাশ ছাত্র-ছাত্রীদের মাথাপিছু ১২০ টাকা কমাতে পেরেছি। ২১) নেপালী ভাষা চালু করা, ২২) ইতিহাস সাধারণ বিষয় চালু করা, ২৩) হিন্দী বিষয় চালু করা, ২৪) লেডিস টয়লেট চালু করা হয়েছে, ২৫) নতুন সাইকেল স্ট্যাণ্ড, ২৬) নতুন প্রেণী কক্ষ, ২৭) এম.এস.এস. কোর্স চালু করতে পেরেছি।

পরিশেষে সকলের প্রচেষ্টার ফল স্বরুপ আজকে পূণর্ভবা সফল প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। মহাবিদ্যালয়ের প্রতিটি মুহূর্তে শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের অফুরন্ত সাহায্যই আমাদের সফলতা রহস্য। তাই তাদেরকে জানাই সপ্রদ্ধ প্রণাম। ইতি টানার পূর্বে পূনঃরায় বলতে চাই এই গুরুদায়িত্বের এক মাত্র অস্ত্র ছাত্র সমাজ। ছাত্র সমাজের কাছে আমরা সকল প্রকারের সাহায্য কামনা রাখছি এবং কামনা রাখছি আপনাদের সুষ্ঠ সুন্দর চিন্তা ভাবনাই হয়ে উঠুক আমাদের অস্ত্র - মহাবিদ্যালয়ে উন্নতির পাথ।

"ঘুম নেই চোখে আজও
সবুজ পাতা স্রোতস্বিনী জাগও
..... জাগও"
—— চেগুয়েভারা

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ –

বিশ্বজিৎ সরকার

সাধারণ সম্পাদক

ছাত্র সংসদ

বীরপাড়া মহাবিদ্যালয়

সময়ের অপেক্ষায়

সুমন দাস (বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ)

সঠিক সময়ের অপেক্ষায় একপা, দুপা করে
কেটে গেল আরও একটা বছর ।
হয়তো কেটে যাবে আরও একটা বছর ।
তবু একই স্বপ্ন আমার দুচোখে এখনো আচ্ছন্ন।
তুমি হয়তো কোনদিন আমার চোখের দিকে দেখোনি
হয়তো বা দেখেছিলে !
যেখানে ছিল শুধুই ধূসর ইশারা ।
বলতে গিয়ে কতবার হোঁচট খেয়েছি
না, আজ থাক অন্যকোনদিন, অন্যকোন সময়।
সেই না বলার অক্ষমতায় আজ নিজেকেই জ্বালাই
তবু অপেক্ষায় থাকব নতুন সূর্য ওঠার জন্য ।
যেখান থেকে হয়তো কোনদিন তোমার মনে
আমার জন্য ঝরে পরবে এক 'চিলতে রোদ্দুর'।

বীরপাড়া কলেজ আমার স্বপ্ন

নাণ্টু সরকার (বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ)

বহু দিনের স্বপ্ন ছিল বীরপাড়া কলেজে পড়বো
এই আশা আমার পূর্ণ হল ভাবছি যে কী করবো
ভেবে ছিলাম অনার্স নেব, পেলাম না তা ভাই
কেমন করে পাবো বল ভালো রেজাল্ট চাই
তবুও মনে আছে যে জোর এই কলেজে পড়বো
ভালো রেজাল্ট করে তবেই কিছু করবো
এই কলেজে পড়বো বলে কিছু গুণগাই
তার মধ্যে অল্প কিছু তোমাদের শুনাই
ছাত্ররা সব কলেজে আসে ট্রেনে - বাসে
স্টেশন থেকে কলেজ মোদের নিকটেই আছে,
ছাত্রদের সুবিধার্থে রিডিং রুম পাশে
কালেজের লাইব্রেরীতে অনেক বই আছে
এই কলেজের স্যার-ম্যাড্‌ম স্নেহ করে ভাই
পড়ার সাথে ভালো বাসা মোটেই কম নাই
নবীন বরনের দিনটি যে ভারী মজার ভাই
নতুন বলে আমাদের বরণ করে তাই
আরও আছে ছাত্র সংগঠন ওদেরও কথা তুলি
আমাদের সব সমস্যার কথা তাদেরই কাছে বলি
ওরা মোদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ভাই
কেমন করে ওদের ছেড়ে অন্য কলেজে যাই ।

কবির কবিতা

সুপর্ণা রায় (বি.এ. তৃতীয় বর্ষ)

আমাদের জানা এক কবি
মনে মনে ভালোবাসত এক জনকে
কিন্তু তাকে কোদিন বলতে পারতো না সে।
কবি তাকে তার ভালোবাসায়
গড়ে নিয়েছিল তার কবিতায়।
কবির কবিতার প্রথম শ্রোতা ছিল সেই,
আর তার কবিতা ছিল তাকে নিয়েই।
যখনি কবি তাকে কোন কবিতা শোনাত
সে একটি প্রশ্নই রাখতো তার কাছে,
সে কবিতার নায়ক আর নায়িকার নাম।
কবি জানাত, কবিতার নায়ক তো সে
কিন্তু নায়িকা হবে, কোন মানস সুন্দরী
সে বলেছিল- "তবে জানিয়ে দেবতাকে
তোমার ভালাবাসার কথা।"
কবি বলেছিল - "জানাবো তাকে একদিন,
কোন একদিন ..... ।"
কিন্তু কবি তা পারেনি।
সে এসেছিল একদিন কবির কাছে,
বলেছিল - " আমি ভালোবাসি একজনকে এক বুদ্ধুরামকে।
কিন্তু সে একটিবারও বলতে পারেনা
সেই কথা মুখ ফুটে।
তাই হয়তো, আমিই একদিন
বলে দেব তাকে ।"
কবির মন ভয়ে আঁতকে উঠেছি,
অজানা কোন শিহরনে।
তারপর কবি আর
কবিতা লেখেনি কোদিন।
সে এসেছিল একদিন কবিকে নিতে
বলেছিল - "পরিচয় করবে চলো
আমার ভালোবাসার ছেলেটির সঙ্গে।"
কবি চুপ করে হেটে গিয়েছিল তার সাথে।
কিন্তু সে একটি কবিতা শুনতে চেয়েছিল তার কাছে,
কবি বলেছিল-"কবিতা আর লিখিনা
পারিনা তা লিখতে।"
তা শুনে সে বলেছিল -
"তবে তোমার মানস সুন্দরীর কি হলো ?"
কবি বলেছিল - "তাকে এক রাজপুত্তর এস
নিয়ে গেছে তার অচিন দেশে .....।"
সে বলেছিল — " না। একথা যে মিথ্যে,
এইতো আমি বসে আছি
তোমার সামনে, তোমার পাশে।"

একজন ছাত্র

জয়া পাল (বি.এ. প্রথম বর্ষ)

আমি একজন ভালো ছাত্র
অঙ্কে পাই জিরো ।
সবাই আমার নাম রেখেছে
বীরপাড়ার হিরো।।

বাংলায় পাই পঁচিশ আমি
ভূগোলেতে সাত,
পড়ি আমি ঘণ্টা দুই
ঘুমাই সারা রাত ।।

ইংরাজীতে পেলাম ব্যাক্
নিতে পারি না বই,
সবাই বলে ছাত্র দেখ্
লজ্জায় সারা হই।।

শিক্ষা পেয়েছি অনেক আমি
প্রাণে ধরে না কিছুই ,
পড়াশোনা করেছি বৃথা
মনে থাকে না কিছুই ।।

চরম সত্য

উত্তম রায়

আমি কেন পারিনা তোমার মত হাঁসতে ?
আমি কেন পারিনা তোমার মত কাঁদতে ?
তবে কি আমি মানুষ নই ?
তোমরা কি বল .....
আমি জানি আমি কি ।
আসি জানি পৃথিবীটা গোল।
সুখ ও দুঃখ আছে।
জন্মালে সুখী হয়,
মরলে দুঃখ পায়।
আমি জানি মানুষ 'মরনশীল' ।
তাই আমি শুধু দেখি,
অনুভব করি ।
সুখ ও দুঃখ দুটোতেই হাসি।
জানি একদিন মরবই ।

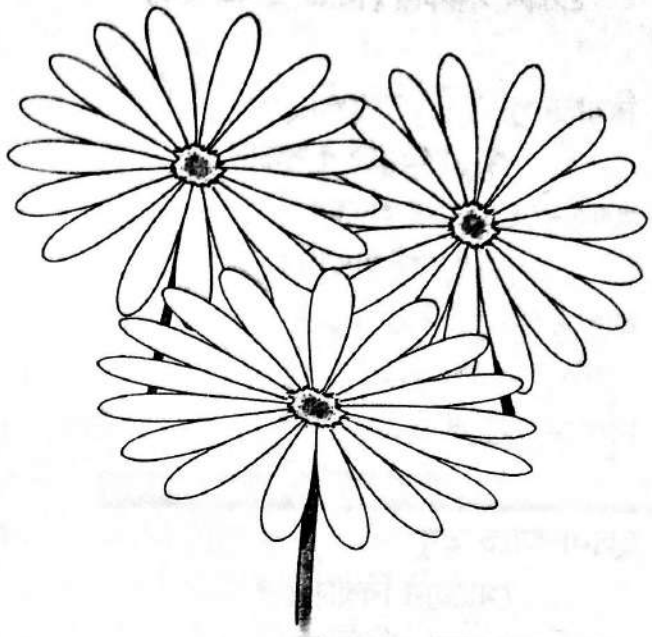

বিদ্যাসাগরের প্রতি

সৌরভী দে (বি.এ. তৃতীয় বর্ষ)

তোমার ছিল দয়ালু প্রাণ,
কত লোককে করেছ দান।
স্মরণ করে তাইতো তোমায়,
জানাই অজস্র প্রণাম।
গরীব হয়ে দখল করেছ
তুমি যে স্থান।
ধনী হয়েও কেউ নিতে
পারেনি তোমার মান।
খারাপ মানুষ দেখেও ঘৃনা
করোনি কোনোদিন।
শুধু আমি নয়, সারা বাঙালীর
মনে তুমি থাকবে চিরদিন।

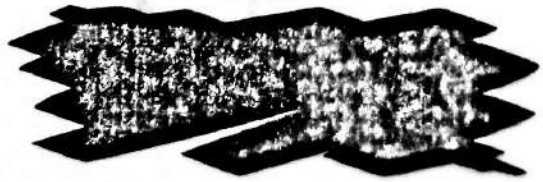

शहीद दुर्गा मल्ल

श्रृंखला छेत्री (बि.ए. द्वितीय बर्ष)

नेपाली विश्वमा एक परिचित जाति। के का लागि ? वैज्ञानिकताको क्षेत्रमा, दार्शनिकताको क्षेत्रमा अथवा पंजीपतिका क्षेत्रमा त अवश्य होइन। र इमान्दारी जातिका रूपमा। नेपालीहरूले विभिन्न देशहरूमा आपना र असका निम्ति धेरै पुद्धहरू लड़ेर आफनो प्राणको आहुती दिए। ज्यसरी नै धेरै नेपाली वीरहरूले आफनो जन्मभूमि भारतलाई स्वतन्त्र गराउँन पनि आफनो प्राणको बलिदान दिएका थिए।

त्यस्तै भारत श्वतन्त्रताका निम्ति आफनो प्राणको बलिदान दिने नेपाली वीरहरूमा एक परमवीर 'शहीद दुर्गा मल्ल' पनि हुनुहुन्थ्यो। उहोको जन्म उत्तर प्रदेशको देहरादुन जिल्ला अन्तर्गत डोईवाला गाउँमा १ जुलाई सन् १९१३ मा भएको थियो। उहाँका पिता गंगाराम मल्ल र माता पार्वतीदेवी मल्ल हुनुहुन्थ्यो। गंगाराम मल्ल र पार्वती मल्लका तीन पुत्रहरू मध्ये उहाँ जंष्ठ पुत्र हुनुहुन्थ्यो ।

'दुर्गा मल्ल' १८ बार्षको उमेरमा स्थानीय पल्टन १/२ गोरवौ राइफल्समा सन् १९३१ मा उहाँले शारदादेवीसंग विवाह गर्नु भयों। तर तीन दिन नबित्दै नव विवाहति दुलहीलाई छोडेर उहाँलाई पल्टन फर्कनु परको थियो।

सुभाषचन्द्र बीषको नंतुत्वमा आजाद हिन्द फोंजंको गठन भएपछि दुर्गा मल्ल आज हिन्द पींज' मा अर्नि हुनु भएथ्यो। आजाद हिन्द अस्थापी सरकारले अंग्रंज सेना विरूद्धा युद्ध घोषणा गरेपछि आजाद हिन्द फोंजका विभिन्न अंगहरू ठाउँ ठाउँमा पठाइए। दुर्गा मल्ल त्यसताक गुप्तचर शारवामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। आफना अधिनमा भएका केही सैनिकहरूलाई दु लिई दुर्गा मल्ल बर्मा सीमा पार गरि आसामको पार्वत्य इलाकामा प्रवेश गर्नुभयो । पछि उहाँलाई अंग्रेज सरकारले २७ मार्च १९४४ मा नागाज्याण्डको अरवरूल भत्रे स्थानमा पक्राउ गरेको थियो।

दुर्गा मल्ललाई युद्ध बन्दीको रूपमा दितली को लालकितलाको बन्दीगृहमा राखियो। "मलाई ब्रिटिश राज - विरूद्ध युद्ध गर्न उक्साइएको थियो पसका निम्ति म क्षमा प्रार्थना गर्दछु" - भनी क्षमा यायना गरे क्ष्मादान दिने प्रलोभन पनि अंग्रेज सरकारले 'दुर्गा मल्ल' लाई देखाएका थिए । तर 'वीर दुर्गा मल्ल' ब्रिटिश सरकारको प्रस्तावलाई अख्विकार गरि आफनो देशको निम्ति प्राणको आहुती दिन नै तयार हुनु भयो ।

१५ अगस्त १९४४ का दिन 'वीर दुर्गा मल्ल लई लालकिल्लाको कारागारबाट दिल्ली केन्द्रिय कारागारमा लगियो। ज्यसै दिन उहाँलाई फॉसिको सजाय सुनाइएको थियो। ज्यसको दश दिन पश्चात २५ अगस्त सन् १९४४ मा दिल्लीको तिहाड़ जेलमा 'दुर्गा मल्ल' लाई फाँसिको तख्तामा चटाई झुण्डाइयो।

भारत स्वतन्त्रता संग्रामका निम्ति आफनो अनमोल प्राणको आहुती दिने शहीद दुर्गा मल्ल को सालिग मूर्तिकार गौतम पालद्धारा निमणि भएको छ। १७ दिसम्बर २००४ मा दिल्लीको संसद भवन परिसरमा 'राहीद दुग्म्र मल्लको सालिग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहको बाहुलीबार अतावरण गरियो । लोक सभा सचिवालयद्धारा प्रकाशित 'राहीद दुर्गा मल्ल' बारे स्मारिका 'राहीद दुर्गा मल्ल' १७ दिसम्बर २००४ का दिनै उपराष्टपति भैरवसिंह शेखावतको बाहुलीबार विभोचन गरियो।

स्वतन्त्रता संग्रामी शहीद दुर्गा मल्ल जो भारत स्वतन्त्र भएको लगभग ५७-५८ बर्ष पश्चात सम्मानित हुँनुहुँदैछ उहां यति ढिलो प्रकागमा आउँनमा शयद हाम्रै भूल थियो होला, शायद हामीले नै हाम्रा वीर गोर्खे शहीदलाई चिनाउँन सकेका थिएनौ होला। तर जे होस ढिलै भए पनि हाम्रा गोर्खे वीर 'राहीद दुर्गा मल्ललाई हामीले विश्वमा थिनाउँन सकेयो। पस्ता अनेको गोर्खे वीरहरू छन-भारत स्वतन्त्रता संगाममा राहीद भएर गए, जसलाई इतिहासले सांच्न सकेको छैन उनीहरूलाई हामीले विश्व समक्ष चिनाउंन सक्नुपर्छ।

PRINCIPAL

Sri Sanatan Sarkar

TEACHING STAFF (FULL TIME)

1. Smt Sukla Das
2. Sri Subrata Sengupta
3. Mr. Nuruzzaman Kasimee
4. Sri Sanatan Sarkar
5. Sri Arnab Chakrabarty
6. Sri Dipankar Bhowmik
7. Sri Hrid Kamal Sarkar

TEACHING STAFF (PART TIME)

1. Smt. Malashree Majumdar
2. Sri Jayanta Paul
3. Sri Bikash Ch. Dey
4. Swapan Sutradhar
5. Miss. Piyali Sarkar
6. Miss. Sukriti Goswami
7. Sri Swapan Kurmar Roy
8. Ratana Ghosh
9. Madhukala Karkee
10. Santanu Sinha
11. Sunojit Pal
12. Atulana Ghosh
13. Soupayan Dey Sarkar
14. Ananya Bhattacharjee

NON TEACHING STAFF

1.	Sri Kajal Kr. Dutta	:	Head Clerk
2.	Sri Aloke Bhadra	:	Accountant
3.	Sri Biswanath Sinha	:	Cashier
4.	Sri Subimal Mitra	:	Clerk
5.	Sri Biswajit Paul	:	Library Clerk
6.	Sri Tapan Jyoti Das	:	Typist
7.	Sri Kanchilal Das	:	Office Bearer
8.	Sri Santosh Paul	:	Office Bearer
9.	Sri Sanat Bhoumik	:	Office Bearer
10.	Sri Dabla Karjee	:	Guard

GOVERNING BODY

1.	Sri Biswanath Chatterjee	:	President
2.	Sri Sanatan Sarkar	:	Secretary
3.	Sri B.M. Yonzone	:	Government Nominee
4.	Sri Nirmal Dey	:	Government Nominee
5.	Sri Sanatan Sarkar	:	Teacher Representative
6.	Smt. Sukla Das	:	Teacher Representative
7.	Mr. Subrata Sengupta	:	Teacher Representative
8.	Mr. Nuruzzaman Kasimee	:	Teacher Representative
9.	Sri Biswajit Paul	:	Non-Teaching Staff Representative
10.	Sri Sanat Bhowmik	:	Non-Teaching Staff Representative
11.	Sri Biswajit Sarkar (Tiplu)	:	Student Representative

BIRPARA COLLEGE STUDENT'S UNION 2005-2006

President	Sanatan Sarkar
Vice President	Manti Dey Sarkar
General Secretary	Biswajit Sarkar
Asstt. General Secretary	Rudra Nath Khattwara
	Uttam Mitra
Cultural Secretary	Rupak Dey Sarkar
Asstt. Cultural Secretary	Zearul Hoque
	Suchitra Sutradhar
Game & Sports Secretary	Shuvankar Chakraborty
Asst. Game & Sports Secretary	Chet Babadur Pradhan
Magazine Secretary	Rupa Biswas
Asstt. Magazine Secretary	Sumita Chhetri
Welfare Secretary	Janki Agarwal
Asstt. Welfare Secretary	Madhumita Das
Boys' Common Room Secretary	Amrit Dasgupta
Girls' Common Room Secretary	Rubi Gurung

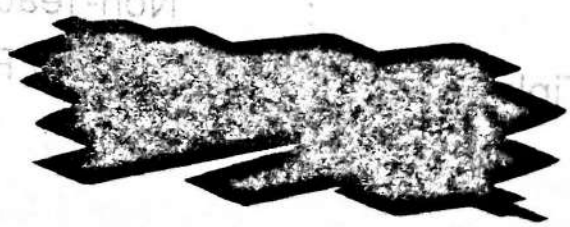

শহীদ ভগৎ সিং

মানুষের কাপুরুষ হবার কারণ হল,
সে ভীষণ তামসিক ,
সে চেষ্টা করতে ভয় পায় ।

Printed at : PRINTECH OFFSET , Birpara , Jalpaiguri , Ph. 03563-266322